সংবাদ

তারিখ: 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

জানুয়ারির ২ তারিখে বাজারে আসছে বোর্ডের বই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : আগামী ২রা জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে বাজারে আসছে ২০০৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের নতুন বই। অন্যদিকে উচ্চ আদালত গতকাল এক রায়ে আগামী ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রি স্থগিত করেছেন। এদিকে প্রকাশনা খাতের একটি নব্য মাফিয়া গ্রুপ নতুন বই বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

রোববার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি) ২রা জানুয়ারি থেকে নতুন বই বাজারজাত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২রা জানুয়ারি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর বাংলা কবিতা, গদ্য, ইংরেজি, বীজগণিত, জ্যামিতিসহ ১৪টি বই বোর্ড : পৃঃ ১১ কঃ ২

বোর্ড : বই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাজারজাত করা হবে। ২য় পর্যায়ে ১০ই জানুয়ারি ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান ও মাধ্যমিক ভূগোলসহ ২০টি বই বাজারজাত করা হবে। ৩য় পর্যায়ে ১৫ই জানুয়ারি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ, মাধ্যমিক অর্থনীতি, মাধ্যমিক পৌরনীতি, ইতিহাস, বাণিজ্যিক ভূগোল, উচ্চতর জ্যামিতি, উচ্চতর বীজগণিত, উচ্চতর ব্যবহারিক গণিত, ব্যবসায় উদ্যোগ, ব্যবসা পরিচিতি, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্মসহ মোট ২৬টি বই বাজারজাত করবে।

সূত্র জানায়, ২০০৩ সালের পাঠ্যপুস্তকে আংশিক সংশোধনী আছে এবং প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রচ্ছদের পেছনে নীতিবাক্য সংযোজন করা হয়েছে। সকল পুস্তকের ৬নং ফরমা এনসিটিবি জলছাপযুক্ত হালকা সাদাটে রঙের নিরাপত্তা কাগজে মুদ্রণ করা হয়েছে। বাকি অংশ এনসিটিবি জলছাপযুক্ত কর্ণফুলী সাদা কাগজে মুদ্রিত। সংশোধনের ব্যাপারে সূত্র জানায়, কিছু কিছু বইয়ের কারিকুলামে সামান্য পরিবর্তন এবং 'জনসংখ্যা কার্যক্রম' ও 'ছাগল পালন কর্মসূচি' নামে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ পরিবর্তনের ফলে এনসিটিবির বাড়তি অর্থ খরচ হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে এনসিটিবির এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, এনসিটিবি নিজস্ব অর্থে কোন বই মুদ্রণ করে না। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অর্থ সাহায্য দেয় ইউনিসেফ। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রণকারীরা তাদের নিজেদের অর্থে মুদ্রণ করে এবং বাজারে বিক্রির মাধ্যমে লভ্যাংশ তুলে নেয়। এক্ষেত্রে প্রকাশক ও মুদ্রকদের বর্তমানে সাড়ে ৮ ভাগ রয়্যালিটি দিতে হয়। এছাড়া পারফরমেন্স গ্যারান্টি ও ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হয়। পজেটিভ ও কাগজ টাকা জমা দিয়ে তুলতে হয়। ফলে প্রচ্ছদ পরিবর্তনের কারণে কাগজ ও পজেটিভের মূল্য এবং রয়্যালিটি বাবদ এনসিটির কিছু বাড়তি আয় হবে। যেহেতু নতুন বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি সেহেতু ছাত্রছাত্রীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মাদ্রাসার এবতেদায়ী স্তরের পুস্তক মুদ্রণের অর্থের যোগানের ব্যাপারে তিনি জানান, মোট সাড়ে ১০ কোটি টাকার মধ্যে আড়াই কোটি টাকা মাদ্রাসা বোর্ড এবং বাকি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় যোগান দিচ্ছে। এক্ষেত্রেও এনসিটিবির কোন খরচ নেই।

এদিকে রোববার উচ্চ আদালত একটি লিভ টু আপিলের (নং-৬৯৫, ২০০২) রায়ে, আগামী ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রি স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ৫ই জানুয়ারি এ বিষয়ে আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট এক প্রকাশকের দায়ের করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে ১৪ই ডিসেম্বর এবং ২য় পর্যায়ে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুরনো বই বিক্রির অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রকাশনা খাতের একাধিক সূত্র নতুন বছরের বই বাজারে আসা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, একটি নব্য মাফিয়া চক্র বাজারে বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কট তৈরির চেষ্টা করছে। এ চক্রটি গত বছর মাদ্রাসা বোর্ডের এবতেদায়ী স্তরের বই মুদ্রণে রয়্যালিটি ফাঁকি দেয়, এ বছর শিক্ষক নির্দেশিকায় চুরি করে সরকারি কাগজ ব্যবহারের পর ধরা পড়ে। বর্তমানে এ চক্র তাদের কাছে গত বছরের বই অবিক্রিত আছে বলে দাবি করে যে কোন মূল্যে বাজারে নকল ও পুরনো বই বিক্রির চেষ্টা করছে। সূত্রগুলো জানায়, গত বছর ১ কোটি ৯৯ লাখ বই মুদ্রণের চাহিদা নির্ধারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে পুনর্মুদ্রণসহ ১ কোটি ৯২ লাখ বই মুদ্রণ করা হয়। ফলে কোন প্রকাশকের কাছে ১০ লাখ বই অবিক্রিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এ চক্রটি পুরনো বইয়ের নামে নকল বই বাজারজাত করার চেষ্টা করছে বলে সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, নকল বই বিক্রি করা হলে সরকার রয়্যালিটি হারাবে।

নতুন বই বাজারে আসা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রব্বানি জব্বার বলেন, নতুন বছরের বই নিয়ে বাজারে কোন সঙ্কট সৃষ্টি হবে না। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বইয়ের সকল মুদ্রণকাজ শেষ হয়েছে। যদি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয় তারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।